রাঙ্গুটিয়ায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সম্পন্ন, ভক্তদের ঢল

বামুটিয়া, ২৯ জুন।। বামুটিয়া বিধানসভার রাঙ্গুটিয়াস্থিত গৌর নিতাই সংঘ (ইসকন)-এর উদ্যোগে দ্বিতীয় শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহামহোৎসব আজ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য ভক্তের সমাগমে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর পবিত্র স্নানযাত্রা। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, শঙ্খধ্বনি ও হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে দেবতাদের মহাস্নান সম্পন্ন করা হয়। স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে দিনভর হরিনাম সংকীর্তন, ভজন, ধর্মীয় আলোচনা এবং একাধিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক আবহ সৃষ্টি করে। এদিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মায়াপুর ইসকন থেকে আগত বিষ্ণু চরণ দাস ব্রহ্মচারী এবং গৌড় গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী। তাঁরা ভক্তদের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীজগন্নাথের মাহাত্ম্য ও সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন স্থানীয় সংগঠক তাপস দেব, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, অভিজিৎ বিশ্বাস, সঞ্জিত সরকার এবং মৃণাল বনিক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, সমাজসেবী শিবেন্দ্র দাস, শচী কুমার সরকার-সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ। উদয়পুর, কমলপুর, আমবাসা, মোহনপুরসহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অসংখ্য ভক্তের উপস্থিতিতে উৎসব প্রাঙ্গণ ছিল জনসমুদ্রে পরিণত। ধর্মীয় উৎসাহ, শৃঙ্খলা ও ভক্তিময় পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই মহামহোৎসব এলাকাবাসীর কাছে এক স্মরণীয় আধ্যাত্মিক মিলনমেলায় পরিণত হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনেও সনাতন ধর্মের প্রচার-প্রসার এবং সমাজে ভক্তি, ঐক্য ও মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

এনসিসি'র উদ্যোগে ভগৎ সিং আবাসে ১০ দিনব্যাপী কম্বাইন্ড অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্প-এর আয়োজন

আগরতলা, ২৯ জুন।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১২৮টি জেলার মধ্যে ১২৬টি জেলাতেই ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি) তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে এবং পুরো অঞ্চলজুড়ে প্রায় ১.৭০ লক্ষ এনসিসি ক্যাডেট যেকোনো সময় সেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আজ আগরতলার শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে আয়োজিত ''কম্বাইন্ড অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্প-৫০'' পরিদর্শনের সময় এনসিসি ডিরেক্টরেট (উত্তর-পূর্বাঞ্চল)-এর সহকারী মহাপরিচালক (এডিজি) মেজর জেনারেল অনুরাগ ভিজ এ কথা বলেন।

১৩ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসি-র উদ্যোগে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে ১০ দিনব্যাপী এই ''কম্বাইন্ড অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্প'' চলছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫৫০ জন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের এনসিসি ক্যাডেট এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেছেন। এই ক্যাম্পের লক্ষ্য হলো ক্যাডেটদের মধ্যে শৃঙ্খলা, ঐক্য, নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমের মনোভাব গড়ে তোলা এবং একইসঙ্গে মাদকাসক্তি, অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার ও অন্যান্য ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে তরুণদের দূরে থাকতে উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল অনুরাগ-কে স্বাগত জানান শিলচর এনসিসি গ্রুপের গ্রুপ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আনন্দ রাজ সিং, ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসি-র কমান্ডিং অফিসার কর্নেল এন.এস. ভাট এবং এনসিসি-র অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মেজর জেনারেল ভিজ দায়িত্বশীল ও সুশৃঙ্খল নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনসিসি'র প্রশিক্ষণ শিবিরের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "কম্বাইন্ড অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্প''ক্যাডেটদের নেতৃত্বগুণ, দলীয়ভাবে কাজ করার দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম বিকাশের সুযোগ করে দেয় এবং একই সাথে তাদের সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে প্রস্তুত করে।

তিনি আরও বলেন যে, এই শিবিরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো তরুণদের মাদকাসক্তি ও মোবাইল ফোনের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে দূরে রাখা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এনসিসি ক্যাডেটদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ক্যাডেটরা ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে লোকসংগীত, যোগব্যায়াম প্রদর্শন এবং দলীয় পরিবেশনায় অংশ নেন। রামঠাকুর কলেজের ক্যাডেট ব. া "অপারেশনসিঁদুর''-এরওপর একটি বিশেষ পরিবেশনার মাধ্যমে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সাহস, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গছিরাম পাড়ায় মৎস্য চাষ নলেজ সেন্টারের উদ্বোধন

গণদূত প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুন।। ত্রিপুরার উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা ব্লকের জনজাতি অধ্যুষিত গছিরাম পাড়ায় মৎস্য চাষের আধুনিকীকরণ এবং রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে নির্মিত পিসিকালচারাল নলেজ সেন্টার-এর নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গছিরাম পাড়া হাসপাতালের নিকটে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই নলেজ সেন্টারের শিলান্যাস ২০২২ সালে করা হয়েছিল।

আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনটির উদ্বোধন করেন এলাকার এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভিলেজ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান উদার রাম রিয়াং, দশদা ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জিত রিয়াং এবং উত্তর জেলার মৎস্য দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর অনিমেষ চাকমা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ বলেন, এই পিসিকালচারাল নলেজ সেন্টার চালু হওয়ায় গছিরাম পাড়া ও আশপাশের এলাকার মৎস্য চাষিরা আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পেয়ে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

অন্যদিকে, উত্তর জেলার মৎস্য দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর অনিমেষ চাকমা জানান, এই নলেজ সেন্টারের মাধ্যমে মৎস্য চাষিদের জন্য মাটি ও জল পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক পরামর্শ, প্রশিক্ষণ এবং মাছ চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন কারিগরি পরিষেবা প্রদান করা হবে। এর ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে এবং রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই কেন্দ্র।

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে উদয়পুরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

গণদূত প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ জুন।। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদয়পুরের রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হলো 'স্ট্রেস টলারেন্ট ও হার্বিসাইড টলারেন্ট রাইস' বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ ও বীজ বিতরণ কর্মসূচি। কটকের সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং সিকিমের আইসিএআর-ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর অর্কিডসের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে যৌথ সহযোগিতা প্রদান করে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, বাগমা অ্যাগ্রি প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড এবং কাকড়াবন অ্যাগ্রি ফার্মার্স ফেড প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড।

সোমবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই বিশেষ শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সুজন সেন, আইসিএআর-এনআরসিও-এর পরিচালক ডঃ শংকর প্রসাদ দাস, সিনিয়র বিজ্ঞানী ডঃ মীরধুল চক্রবর্তী, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ডঃ অরূপ কুমার মুখার্জী এবং বাগমা এগ্রি প্রোডিউসার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুদীপ মজুমদার। প্রশিক্ষণ পর্বে বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রতিকূলতা সহনশীল ধানের গুরুত্ব, আধুনিক চাষ পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের ধানের বীজ বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগকে ঘিরে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। কৃষকদের মতে, এই আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ আগামীদিনে তাদের ফলন বাড়াতে এবং আত্মনির্ভর হতে বড় ভূমিকা নেবে।

খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিচ্ছে ভারত, যাচ্ছে দুই প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন।। ইরানের নিহত প্রাক্তন সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে যোগ দেবে ভারত। তবে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেখানে উপস্থিত থাকবেন না। পরিবর্তে ইরানে প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে নয়াদিল্লি। একটি সরকারি সূত্র মারফত তেমনটাই জানা যাচ্ছে। খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তেহরান। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান নয়াদিল্লিকে একটি আমন্ত্রণ পত্রও পাঠিয়েছিল বলে খবর। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ প্রশ্ন তুলেছিলেন, কূটনীতির মারপ্যাঁচে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্পকে ক্ষুব্ধ করে কি ইরান যাবেন প্রধানমন্ত্রী ? এই পরিস্থিতিতে জানা গেল, মোদি সরাসরি ইরান যাচ্ছেন না। পরিবর্তে খামেনেইয়ের শেষকৃত্য যোগ দেবেন ভারতের দুই প্রতিনিধি। তাঁরা হলেন — বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মারঘেরিতা এবং বিহারের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সৈয়দ আতা হাসনাইন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান এবং আমেরিকার যৌথ হামলায় মৃত্যু হয় খামেনেইয়ের। কিন্তু যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে তাঁকে সমাহিত করা যাচ্ছিল না। অবশেষে আগামী ৪ জুলাই খামেনেইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধর্মীয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। ৯ জুলাই ইরানের মাশহাদ শহরে তাঁকে সমাহিত করা হবে। সেখানেই জন্মেছিলেন খামেনেই। খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছিল নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ। যা পরিস্থিতি ছিল তাতে বড় আকারের সমাবেশের আয়োজন যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছিল ইরানি কর্তৃপক্ষ। কারণ, জমায়েত হলে সেখানে হামলা চালাতে পারে ইজরায়েল কিংবা আমেরিকা। সেক্ষেত্রে বহু প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল।

অমরনাথ যাত্রার আগে জম্মু শ্রীনগর হাইওয়েতে নিরাপত্তা

শ্রীনগর, ২৯ জুন।। আসন্ন অমরনাথ যাত্রার আগে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সিআরপিএফ-এর ৮৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট এন রণবীর সিং বলেন, 'অমরনাথ যাত্রা শুরু হতে চলেছে এবং রামবানে ৮৪ নম্বর ব্যাটালিয়নকে মোতায়েন করা হয়েছে। সারা দেশ থেকে তীর্থযাত্রীরা এই পথ ধরেই যাতায়াত করবেন। নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা বাহিনী, ডগ স্কোয়াড, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল, ড্রোন এবং কুইক অ্যাকশন টিমকে কৌশলগতভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া সিআরপিএফ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত বাহিনীও সেখানে রয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারিত রয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সমস্ত ইউনিট পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করছে।' জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন সোমবার পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে শ্রী অমরনাথ যাত্রার কনভয় নিয়ে একটি ড্রাই রানও (প্রস্তুতিমূলক মহড়া) পরিচালনা করেছে। শ্রী অমরনাথ যাত্রার প্রাক্কালে সুনিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে, ''স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর'' অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে নিরাপত্তা চৌকি বসিয়ে ''রোড ওপেনিং পার্টি'' ভোর থেকেই পুরো জাতীয় সড়ক জুড়ে নিয়মিত টহল দিচ্ছে। প্রতিটি আরওপি দল অন্তত ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দায়িত্ব পালন করছে এবং জাতীয় সড়কের সংলগ্ন সমস্ত এলাকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি করছে।

মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী রোহন ঃ খোয়াইয়ে খুশীর হাওয়া

গণদূত প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ জুন।। খোয়াইয়ের কৃতি সন্তান মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থানে। খোয়াইয়ের মুখ উজ্বল করলো কৃষকের সন্তান রোহন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান করে নিল খোয়াইয়ের রোহন দেবনাথ। প্রথম দশজনের মধ্যে নিজের নাম লিখলো রোহন। মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান দখল করে খোয়াইয়ের মুখ উজ্বল করলো খোয়াই আনন্দমার্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থী রোহন দেবনাথ। সমগ্র জেলার মধ্যে সর্বাধিক নম্বর এবার রোহনের। খোয়াই শহরতলীর তাঁত চৌমুহনী সংলগ্ন বাড়ীতে বসে কথা হচ্ছিল রোহন ও তার বাবা মায়ের সাথে। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান রোহন। কৃষক পরিবারের কৃতী সন্তান। বাবা রেবতী দেবনাথ একজন কৃষক। মা পুতুল বালা দেবনাথ গৃহিনী। রোহনের সর্বমোট নম্বর উঠেছে ৪৭৮। সব মিলিয়ে এবার তাক লাগানো ফলাফল রোহনের। অঙ্ক, বিজ্ঞান আর বাংলায় প্রতিটিতে ৯৭ করে নম্বর পেয়েছে। ইংরেজিতে ৯৫ আর সমাজ বিজ্ঞানে ৯২ নম্বর। একেবারে প্রাক প্রাথমিক স্তর থেকে রোহন খোয়াই আনন্দমার্গ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। নার্সারি স্তর থেকেই সে আনন্দমার্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। তার এই স্কুলেই মাধ্যমিক পর্য্যন্ত পড়াশোনা। রোহন জানালো দিনে ছয় ঘন্টা থেকে সাত ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। তার ছয়জন প্রাইভেট টিউটর ছিল। জানালো, সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান করে নিতে পারবে বলে তারও আশা ছিল। তবে একেবারে চতুর্থ স্থানে যে চলে যাবে তা ভাবেনি। বাবা মা দুজনেই জানান, রোহনের সাফল্যে তারা খুশি। দুজনেই জানালেন, ছেলে যাতে মাধ্যমিকের পরীক্ষায় প্রথম দশে স্থান করে নিতে পারে সেটা মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন। বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করেছে তাদের সন্তান। তাদের পরিশ্রম সার্থক বলে জানান দুজনেই।রোহন চায় ভবিষ্যতে একজন চিকিৎসক হতে। নিট পরীক্ষায় বসার আগ্রহ তার। এখন খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছে। আনন্দমার্গ স্কুলের ছাত্র রোহনের অভাবনীয় সাফল্যে খুশির হাওয়া খোয়াই আনন্দমার্গ উচ্চ বিদ্যালয়ে।

এবার পাখির চোখ, তেলেঙ্গানায় পদ্ম ফোটাতে হায়দরাবাদ পুরভোটে ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি

হায়দরাবাদ, ২৯ জুন।। আগামী বছর তেলেঙ্গানায় বিধানসভা নির্বাচন। বঙ্গ দখলের পর দ্রাবিড়ভূমে পদ্মের বীজ পুঁততে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে বর্তমানে বিজেপির পরীক্ষার মাঠ হায়দরাবাদ পুরসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে বাজি মারতে ৩ দিনের সফরে হায়দরাবাদ এসেছেন খোদ বিজেপি সভাপতি নীতীন নবীন। লক্ষ্য স্পষ্ট, ধাপে ধাপে দ্রাবিড়ভূমে জমি শক্ত করা। এই সফরে নীতীন নবীন ছাত্র ও আদিবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পাশাপাশি বুথস্তরের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পাশাপাশি বিজেপি সাংসদ ও রাজ্যের পদাধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রাজ্যের ১০টি জেলায় বিজেপির কার্যালয়ের উদ্বোধনও করেন বিজেপি সভাপতি। দলীয় বৈঠকে দলের সাংগঠনিক অবস্থার সম্পর্কে বিশদে খোঁজ নেন। হায়দরাবাদ পুরভোটে দলের শক্তি সম্পর্কে খুটিনাটি তথ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তিনি। রিপোর্ট বলছে, তেলেঙ্গানার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় হায়দরাবাদে শক্ত ঘাঁটি বিজেপির। ২০২০ সালে এখানকার পুর নির্বাচনে ৪ থেকে একধাক্কায় ৪৮ জন কাউন্সিলর পায় বিজেপি। হয়ে ওঠে তৎকালীন টিআরএস (বর্তমানে বিআরএস)-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। টিআরএস পায় ৫৬ আসন, মিম ৪৪ ও কংগ্রেস মাত্র ২টি। তেলেঙ্গানা রাজনীতিতে হায়দরাবাদ পুরভোটের গুরুত্ব অনেকখানি। কারণ এই একটি মাত্র পুরসভার অধীনে রয়েছে ২৪টি বিধানসভা ও ৫টি লোকসভা কেন্দ্র। তবে ২০২০ সালের সেই সাফল্য ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বেশ ফিকে হয়ে যায়। মাত্র ৮টি আসন পায় তাঁরা। ২০২৩ সালে ব্যর্থ হলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ফুলেফেঁপে ওঠে গেরুয়া শিবির। দেখা যায়, ১৭টি লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৮টি আসন। এই পরিস্থিতিতে ২০২৬-এর হায়দরাবাদ পুরভোটকে পাখির চোখ করে মাঠে নেমে পড়েছে পদ্ম ব্রিগেড। এই নির্বাচনের সাফল্য ও ব্যর্থতার জল মেপে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে ঘুঁটি সাজানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। শাসকদল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো আক্রমণ শোনা যাচ্ছে বিজেপি নেতাদের গলায়। নীতীন নবীন বলেন, "বিভিন্ন কেলেঙ্কারি এবং দুর্নীতির সমার্থক হল কংগ্রেস। এটি এমন একটি পরিবার যাদের মানসিকতা ভারতীয় নয়, বরং ইটালীয়। তাই ইটালীয় মানসিকতা দ্বারা চালিত সরকার ভারতে কোনও সুযোগ পাবে না।'' ওয়াকিবহাল মহলের মতে, উত্তরে বিজেপির ঘাঁটি অনেকদিন ধরেই শক্ত। বাংলা জিতে তারা পূর্বে পৌঁছেছে, বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে দলটি। সম্প্রতি তামিলনাড়ু ও কেরালার নির্বাচনে বিজেপি ম্যাজিক সেভাবে কাজ করেনি। এই অবস্থায় দক্ষিণে পা রাখতে গেলে বিজেপির কাছে তুলনামূলক সহজ জমি তেলেঙ্গানা। তাই এখান থেকেই দক্ষিণের দ্বার খোলার মরিয়া চেষ্টায় পদ্ম ব্রিগেড।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 08/EE/DWS/DMN/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ ~~item~~ rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	24/EE/DWS/DMN/2026-27	Rs 18,99,892.00	Rs. 37,998.00	60 days	Appropriate Class
2	25/EE/DWS/DMN/2026-27	Rs 7,14,021.00	Rs. 14,280.00	45 days	Appropriate Class
3	26/EE/DWS/DMN/2026-27	Rs 5,30,028.00	Rs. 10,601.00	60 days	Appropriate Class
4	27/EE/DWS/DMN/2026-27	Rs 12,42,199.00	Rs. 24,844.00	90 days	Appropriate Class
5	28/EE/DWS/DMN/2026-27	Rs 3,69,840.00	Rs. 7,397.00	365 days	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 03-07-2026 *up to 15.00 Hrs*
- Date and Time for Opening of BID : 03-07-2026 *at 16.00 Hrs*
- Document Downloading and Bidding at Application : *https://tripuratenders.gov.in*
- Bid Fee : ₹1,000.00 *(non refundable).*

All details are available in the *https://tripuratenders.gov.in*

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA/C-969/2026-27

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আর ও এস এ আর বি গুয়াহাটি
ফ্যান্সি বাজার, ১ম তলা, হোটেল সিদ্ধার্থ বিল্ডিং, শর্মা সুইট্‌স-এর উপরে, এইচ বি রোড, গুয়াহাটি, আসাম - ৭৮১০০১, ই-মেইল: sarbgu@bankofbaroda.bank.in

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রীর জন্য বিক্রী বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট- IV-A [বিধি ৬ (২) এবং ৮ (৬) দেখুন]

সিকিউরিটাইজেসন এণ্ড রিকনষ্ট্রাকসন অব ফাইনেন্সিয়েল এসেট্‌স এণ্ড এনফোর্সমেণ্ট অব সিকিউরিটি ইণ্টারেষ্ট এক্ট-২০০২-এর অধীনে সিকিউরিটি ইণ্টারেষ্ট (এনফোর্সমেণ্ট) বিধি-২০০২-এর বিধি ৬(২) এবং ৮(৬) পড়ে, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রীর জন্য ই-নিলাম বিক্রী বিজ্ঞপ্তি।

এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে ঋণীগ্রহীতা(সকল), বন্ধকদাতা(সকল) এবং জামিনদার(সকল)-দের জনানো হলো যে নিম্নে বর্ণনা করা স্থাবর সম্পত্তির সিকিউর্ড ক্রেডিটরের নিকট বন্ধকীকৃত/চার্জকৃত, **বেংক অফ বরোদার** অনুমোদিত অফিসার, সিকিউর্ড ক্রেডিটরে নিজের দখলে এনেছে। এই সম্পত্তি **'যেখানে আছে', 'যেই হিসাবে আছে', 'যেই ধরণে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রী করা হবে নীচে উল্লেখিত একাউন্ট/সমূহের বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। ঋণগ্রহীতা/দের/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/দের /সুরক্ষিত সম্পদ /গুলো /বকেয়া / সংরক্ষিত মূল্য/ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, ইএমডি এবং বিড বৃদ্ধির পরিমানের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ-

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা/দের / জামিনদার/ বন্ধকদাতাদের নাম এবং ঠিকানা	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, যদি থাকে	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ, ই-নিলামের সময়, শুরুর সময় থেকে শেষের সময়	১) সংরক্ষিত মূল্য ২) বায়নার টাকা জমা (ইএমডি) ৩) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	দখলের অবস্থা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স কাকালি ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউটর,** স্বত্বাধিকারী: রাজপ্রদীপ দেব, পিতা- নান্টু চন্দ্র দেব, মন্ত্রী বাড়ি রোড, স্মার্ট বাজারের বিপরীতে, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০১ **স্বত্বাধিকারী: শ্রী রাজপ্রদীপ দেব,** পিতা- নান্টু চন্দ্র দেব, ১৫২এ, ইস্ট কলেজ টিলা, ৩নং লেক, ওয়ার্ড নং ২৪, ঈশ্বর পাঠশালা স্কুল, আগরতলা কলেজ, পশ্চিম ত্রিপুরা- ৭৯৯০০৪	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, সাব ডিভিশন-সদর, রাজস্ব চক্র-পূর্ব আগরতলা, খতিয়ান নং ৬৮৩, তহসিল-পূর্ব আগরতলা, মৌজা-দাগ (সিএস) (পুরাতন প্লট) নং পিবি-৩৬৪-২০৫৮৭/৫৬১৪২ এবং হাল দাগ (আরএস) (বর্তমান প্লট) নং ৭৫৮/১৪৭৭-এর সাথে সম্পর্কিত আবাসিক জমি যা **০.০২১৩ একর** পরিমাপের ভূমি যা লিংক খতিয়ান নং ৩১০ এর রেফারেন্সে বাস্তু (নাল) শ্রেণীর জমি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ এবং সাবেক দাগ (সিএস) (পুরাতন প্লট) নং পিবি-৩৬০-৩৬৩-৩৬৪-২০৫৮৭ এবং হাল দাগ (আরএস) (বর্তমান প্লট) নং ৭৫৯/১৪৭৮ এবং লিংক খতিয়ান নং ৩০৮ এর রেফারেন্সে বাস্তু (নাল) শ্রেণীর জমি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ এই জমির মধ্যে **০.০০৯২ একর** পরিমাপের জমি রয়েছে। ০২ (দুই)টি জমির প্লট, মোট **০.০৩০৫ একর** অর্থাৎ **১৩১৭.৬ বর্গফুট**। ২ টা বিক্রয় দলিল নং ২০২৩/ এসডিআর/I/৩৩২৫ এবং ২০২৩/এসডিআর/I/৩২৭২ অনুসারে নিবন্ধিত, যা **রাজপ্রদীপ দেবর** নামে ২২.০২.২০২৩ তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ২৩.০২.২০২৩ তারিখে সিল করা হয়েছিল। **সম্পত্তিটির সীমানা:- উত্তরে:** ৮'ফুট পথ, **দক্ষিণে:** শ্রী পিন্টু মজুমদার, **পূর্বে:** সুমন দেব, **পশ্চিমে:** কলেজ লেক।	**২৪,৮৫,৩৭৩.৭১ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশ তিয়াত্তর টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) + অপ্রয়োগিত সুদ এবং ১৪.১১.২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর অন্যান্য চার্জেছ	২০/০৭/২০২৬, দুপুর ২.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত	১) ২২,০০,০০০.০০ টাকা ২) ২,২০,০০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা	গঠনমূলক	১৭/০৭/২০২৬ থেকে ১৮/০৭/২০২৬ সকাল ১০-৩০ টা থেকে সন্ধ্যা ৪-৩০ টা পর্যন্ত

ব্যাংকনেট সম্পত্তি আইডি: BARB0VJMTRI002

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবীলর জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction** এবং অনলাইন নিলাম পর্টেল **https://baanknet.com**-এ দেওয়া লিংকটি দেখুন। এছাড়াও, সম্ভাব্য দরদাতারা অনুমোদিত অফিসারের টেলিফোন নং / মোবাইল নং: ৯৮৪০৫৭৮৭০৭-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ ঃ ৩০-০৬-২০২৬, স্থান ঃ গুয়াহাটি, আসাম **অনুমোদিত অফিসার, বেংক অফ বরোদা**